International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 53-61
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.268

ইকোটুরিজম, সুস্থায়ী উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়ন: প্রসঙ্গ সুন্দরবন, ভারত

সব্যসাচী পৈলান
গবেষক, মানবীবিদ্যা চর্চাকেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 05.04.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Sundarbans, the world's largest mangrove forest, is a region of significant biodiversity that plays a pivotal role in both environmental conservation and local livelihoods. In recent times, the region has witnessed a rapid expansion of eco-tourism and community-based tourism, which has not only bolstered the local economy but also generated opportunities for alternative livelihoods. However, women's participation in this tourism sector remains limited, and gender-based disparities are clearly evident. The primary objective of this study is to analyse the roles, contributions, challenges, and potential of women within the Sundarbans' (India) eco-tourism sector, and to understand how these factors intersect with sustainable development and women empowerment. The research was conducted using an exploratory and descriptive methodology, employing interviews, observations, and a review of existing literature to collect data. The findings indicate that while eco-tourism has created new economic opportunities for women; various obstacles – including social barriers, infrastructural limitations, safety concerns, a lack of skills, and limited institutional engagement – continue to hinder their full participation. Concurrently, the study reveals that women's involvement in Self-Help Groups (SHGs), homestay management, handicraft production, and environmental conservation initiatives is effectively boosting their self-confidence, social status, and financial independence. This research underscores that by ensuring the active participation of women, they can emerge not merely as beneficiaries, but as key driving forces behind sustainable tourism and environmental conservation.

Key Words: The Sundarbans (India), eco-tourism, local livelihood, women empowerment, sustainable development

ভূমিকা:

সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল হিসেবে পরিচিত, যা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিস্তৃত। ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল(১৯৮৭) এবং রামসার সাইট(২০১৯) হিসেবে স্বীকৃত এক অনন্য জীববৈচিত্র্যের এই অঞ্চল– রয়েল বেঙ্গল টাইগার, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ এবং জলজ জীবের আবাসস্থল। একই সঙ্গে, এটি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে, ঘূর্ণিঝড়, সুনামি ও উপকূলীয় ক্ষয় থেকে রক্ষা করে। তবে সুন্দরবনের এই পরিবেশগত গুরুত্বের পাশাপাশি, এখানকার লক্ষাধিক স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবিকা ও অর্থনীতি এই বনের সাথে গভীরভাবে জড়িত।

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে সুন্দরবনের পর্যটন, বিশেষত ইকো-ট্যুরিজম (ecotourism) ও কমিউনিটি-ভিত্তিক পর্যটন (community-based tourism), দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। বছরে লক্ষাধিক দেশি-বিদেশি

পর্যটক এখানে আসেন টাইগার সাফারি, নৌকা ভ্রমণ, ম্যানগ্রোভ দর্শন এবং প্রকৃতি-ভিত্তিক অভিজ্ঞতার জন্য। এই পর্যটন স্থানীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে – হোমস্টে, নৌকা চালনা, গাইডিং, হস্তশিল্প বিক্রয় এবং স্থানীয় খাবার সরবরাহের মাধ্যমে বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করছে। কিন্তু এই প্রসারের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক অসমতা বর্তমান; মহিলাদের ভূমিকা এখনও মূলত অদৃশ্য, সীমিত এবং অপর্যাপ্ত। বিভিন্ন প্রতিকূলতা শুধু লিঙ্গ বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলছে না, বরং সুস্থায়ী পর্যটন ও পরিবেশ সংরক্ষণের সম্ভাবনাকেও বাধাগ্রস্ত করছে।

এই অধ্যয়নের মূল লক্ষ্য হলো সুন্দরবন অঞ্চলের পর্যটন শিল্পে (বিশেষত ইকো-ট্যুরিজম ও কমিউনিটি-ভিত্তিক পর্যটন) মহিলাদের ভূমিকা, অবদান, চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনার পর্যালোচনা করা এবং এই বিষয়গুলো কিভাবে সুস্থায়ী উন্নয়নের ও নারী ক্ষমতায়নকে প্রভাবিত করছে তা বিশ্লেষণ করা।

ইকোটুরিজম, সুন্দরবন ও নারী ক্ষমতায়ন: একটি পর্যালোচনা:

বিশ্বব্যাপী এবং জাতীয় স্তরে ইকোটুরিজমকে সুস্থায়ী উন্নয়নের (sustainable development) একটি আদর্শ রূপ হিসেবে গণ্য করা হয়- যেখানে প্রাকৃতিক স্থানে দায়িত্বশীল ভ্রমণ, ক্ষমতায়নের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের কল্যাণ সাধন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে পর্যটন থেকে অর্জিত মুনাফার বিনিয়োগের মত বিষয়গুলোর উপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু ভারত সরকারের ইকোটুরিজম নীতিগুলি প্রায়শই পরিবেশ সংরক্ষণ বা স্থানীয় সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের চেয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পর্যটন শিল্পের সম্প্রসারণের উপর অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। এখানে "সুস্থায়ী উন্নয়ন" শব্দটি কেবল পর্যটনের বৈধতার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ সীমিত (Das, 2011)। যদি সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পর্যটন ব্যবস্থা চালানো যায় তাহলে প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা যেতে পারে। ক্রিস্টিন লিম ও মাইকেল ম্যাকঅ্যালিয়ার অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড অঞ্চলের দুটি ইকোট্যুরিজম কেন্দ্রর তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে সরকারি ও বেসরকারি—উভয় ক্ষেত্রেই সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সুস্থায়ী পর্যটন গড়ে তোলা সম্ভব (Lim, & McAleer, 2005)। তবে ক্ষমতার অসমতা ও প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্যের মতো সমস্যাগুলো না মিটিয়ে ইকোট্যুরিজম সম্ভব নয়, তা নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে পরিবেশগত সংকট রোধের উদ্দেশ্যে ইকোট্যুরিজম শুরু হলেও তা নতুন করে সামাজিক ও পরিবেশগত সংকট সৃষ্টি করেছে; যেমন সংস্কৃতির পণ্যায়ন, অর্থনৈতিক অসমতা, স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সম্পদে প্রবেশাধিকার হ্রাস, দারিদ্র্যের অব্যাহতি এবং মাত্রাহীন পর্যটন বৃদ্ধি প্রভৃতি (Syam, Aprillia & Maulana, 2019)। নেপালের চিটওয়ান ন্যাশনাল পার্ক (Chitwan National Park)-এর তথ্যের ভিত্তিতে মার্নি পি. বুকবাইন্ডার, এরিক ডিনারস্টেইন, অরুণ রিজাল ,হ্যাঙ্ক কাওলি ও অরূপ রাজৌরিয়া দেখিয়েছেন যে- ইকোট্যুরিজম থেকে আয়ের মাধ্যমে স্থানীয়দের অর্থনৈতিক উন্নতি হতে পারে, যা প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করতেও তাদের উৎসাহিত করতে পারে। কিন্তু, স্থানীয় মানুষরা যদি পর্যটন থেকে সরাসরি লাভ না পায়, তাহলে তারা সংরক্ষণ কার্যক্রমে আগ্রহী নাও হতে পারে। লেখকদের মত সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত এমন নীতি তৈরি করা যাতে পর্যটন থেকে প্রাপ্ত আয়ের একটি অংশ স্থানীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়নে ব্যবহৃত হয় (Bookbinder, Dinerstein, Rijal, Cauley, & Rajouria, 1998)। জেফরি ও. জালানির গবেষণায় দেখা গেছে যে ইকোট্যুরিজম সাবাং অঞ্চলের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। পর্যটকদের আগমনের ফলে স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় জনগণ বাইরের বিশ্বের সাথে যোগাযোগের সুযোগ বাড়ছে, যা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে ভূমিকা নিচ্ছে। তবে জালানির মতে পর্যটকের সংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পরতে পারে(Jalani, 2012)। মহিলা ও পুরুষের মধ্যে তথ্য বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পার্থক্য বর্তমান, যা সুস্থায়ী উন্নয়নমূলক নীতির ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই পর্যটন সংস্থাগুলিতে লিঙ্গ বৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের

অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সুস্থায়ী পর্যটন উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে (Torres-Delgado, Segovia-Perez, Nájera-Sánchez, & Font, 2025)। স্থানীয় (মূলনিবাসী) মহিলাদের নেতৃত্ব, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং পারস্পরিক বিশ্বাস সুস্থায়ী পর্যটন ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিলে পর্যটন একই সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক সংরক্ষণে ভূমিকা গ্রহণ রাখতে পারে (Santos, Lugosi, & Hawkins, 2025)। মহিলাদের আত্ম-ক্ষমতায়ন মূলত সচেতনতা ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। পর্যটকদের সঙ্গে যোগাযোগ, নতুন দক্ষতা অর্জন এবং সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ মহিলাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা উন্নত করে। এটি দেখায় যে মহিলার ক্ষমতায়নকে কেবল অর্থনৈতিক আয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যথেষ্ট নয়; বরং পরিচয়, আত্মবিশ্বাস এবং সামাজিক স্বীকৃতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ (Tao, Zhang, & Wang, 2025)। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা বাড়ানো হলে গ্রামীণ মহিলাদের উদ্যোক্তা মনোভাব বৃদ্ধি পেতে পারে। (Aghdasi, Najafabadi, & Hosseini, 2023)

সুন্দরবনের স্থানীয় মানুষের জীবন জলবায়ু পরিবর্তন, ঘূর্ণিঝড়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, এবং মানব-প্রাণী সংঘাতের মতো নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার ফলে পেশাগত অনিশ্চিতা এবং দারিদ্র্যতা দিনে দিনে বাড়ছে (Majumder, 2024)। এই অঞ্চলের পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে স্থানীয় জনগণের একটি বড় অংশ বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় ইকো-ট্যুরিজম তাদের জন্য বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরি করতে পারে; এবং স্থানীয় হস্তশিল্প ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটলে বনজ সম্পদের উপর নির্ভরতাও কমবে (Mallick, 2025)। ম্যানগ্রোভ অরণ্য, উপকূলীয় ভূপ্রকৃতি ও নদ-নদী, জীববৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণ সুন্দরবনকে প্রকৃতি-ভিত্তিক পর্যটন হিসেবে গড়ে তুলেছে (Mondal, 2023)। সুন্দরবনে ১৯৭০-এর দশকে পর্যটন শুরু হলেও ২০০০-এর পর থেকে এর দ্রুত প্রসার ঘটেছে কমিউনিটি-বেজড ট্যুরিজম (CBT) এবং হোমস্টে মডেলের মাধ্যমে। ২০০০-২০০১ সালে STR অঞ্চলে অবৈধ বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের অভাবের মতো সমস্যা মোকাবিলায় WWF(World Wildlife Fund-India), STR কর্তৃপক্ষ এবং WPSI (Wildlife Protection Society of India) -এর সহযোগিতায় বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে CBT প্রকল্প চালু হয়েছে (Gantait, Mathew, Chatterjee & Singh, 2024)। বাফার অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, ব্লকে হোমস্টের সংখ্যা বেড়েছে। এই অঞ্চলের প্রধান আকর্ষণ বোট সাফারি (সজনেখালি, দোবাঁকি, নেতিধোপানি), ওয়াচ টাওয়ার, স্থানীয় হস্তশিল্প, সম্প্রদায় ভিত্তিক হোমস্টেরও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (বনবিবি পালা, নাচ) (Mukherjee, 2025)।

গবেষণার শূন্যস্থান:

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে সুস্থায়ী পর্যটন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। পর্যটন কেবল নারীদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতাই আনে না, একই সাথে তাদের আত্মবিশ্বাস, সামাজিক মর্যাদা এবং নেতৃত্বদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সুন্দরবনের ক্ষেত্রে ইকোট্যুরিজম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প জীবিকা হিসেবে উঠে এসেছে। তবে, ইকোট্যুরিজম তখনই সফল হবে যখন এটি ক্ষমতার অসমতা দূর করে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে এবং পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি ঘটাবে। পূর্ববর্তী গবেষণাগুলোতে সুন্দরবনের ইকোট্যুরিজম নিয়ে বৃহৎ আলোচনায় আংশিকভাবে মহিলাদের প্রসঙ্গ আসলেও তা কি গভীর বিশ্লেষণ হয়নি। বিশেষ করে তাদের ভূমিকা, অবদান, চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনার মতো বিসয়গুলি। এই নিবন্ধে সেদিকেই আলোকপাত করা হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

এই গবেষণায় মূল উদ্দেশ্য হল সুন্দরবনের ইকো-ট্যুরিজম ও কমিউনিটি-ভিত্তিক পর্যটনে মহিলাদের ভূমিকা, অবদান, চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনার মতো বিষয়গুলি পর্যালোচনার মাধ্যমে এটা দেখা যে তাদের অংশগ্রহণ কিভাবে তাদেরকে ক্ষমতায়ীত করছে এবং সুস্থায়ী পর্যটনের সাথে সাথে সুস্থায়ী উন্নয়নকে নিশ্চিত করছে।

গবেষণা পদ্ধতি:

এই অধ্যয়নটি মূলত অনুসন্ধানমূলক ও বর্ণনামূলক (Exploratory and Descriptive) গবেষণা হিসেবে পরিচালিত হয়েছে, যা কেস স্টাডি (Case Study) এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ (Comparative Analysis)-এর সমন্বয়ে গঠিত; এর মূল ফোকাস পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন (ভারত)-কেন্দ্রিক হলেও বাংলাদেশ অংশের তুলনামূলক অভিজ্ঞতা ও মডেল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গবেষণার পর্যায় অনুসারে প্রথমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করতে সাক্ষাৎকার (পর্যটক গাইড, মহিলা উদ্যোক্তা, বনরক্ষক কর্মী), পর্যবেক্ষণ (পর্যটন সাইটে নৌকা ভ্রমণ, হোমস্টে এবং ম্যানগ্রোভ নার্সারিতে মহিলাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ) এবং সরকারি রিপোর্ট প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। একই সাথে প্রাসঙ্গিক সাহিত্যের ব্যাপক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ (গণমাধ্যমের প্রতিবেদন, প্রকাশিত নিবন্ধ, সরকারি নথিপত্র) করা হয়েছে।

সুন্দরবনের পরিচয়:

বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ ও সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনভূমি অঞ্চল হল সুন্দরবন। সুন্দরবনের প্রায় ৬০ শতাংশ এলাকা বাংলাদেশের সীমানার অন্তর্ভুক্ত এবং অবশিষ্ট ৪০ শতাংশ নিয়ে গঠিত ভারতীয় সুন্দরবন। এটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১৯ টি ব্লক নিয়ে গঠিত (উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হারোয়া, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ, মিনাখাঁ, সন্দেশখালি-১ ও সন্দেশখালি-২; এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী, ক্যানিং-১, ক্যানিং-২, গোসাবা, জয়নগর-১, জয়নগর-২, কাকদ্বীপ, কুলতলি, মথুরাপুর-১, মথুরাপুর-২, নামখানা, পাথরপ্রতিমা ও সাগর)। সমগ্র এলাকাটি নদী, খাল এবং দ্বীপের(১০২টি) সমাহার। দ্বীপগুলোর মধ্যে ৫৪টিতে জনবসতি রয়েছে এবং অবশিষ্ট ৪৮টি দ্বীপ বনাবৃত। সুন্দরবন জীবমণ্ডল সংরক্ষণ (Sundarbans Biosphere Reserve) তথা ভারতীয় সুন্দরবন এলাকার আয়তন ৯,৬৩০ বর্গকিলোমিটার। জীবমণ্ডল সংরক্ষণের অন্তর্গত সংরক্ষিত বনের পরিমাণ প্রায় ৪২৬০ বর্গ কিমি, যার মধ্যে ৫৫ শতাংশ বনভূমি এবং বাকি ৪৫ শতাংশ জলাশয়। সুন্দরবন ব্যাঘ্র সংরক্ষণাগারের (Sundarban Tiger Reserve) আয়তন ২,৫৮৫ বর্গ কিমি এবং এটি 'কোর' (১,৭০০ বর্গকিমি) ও 'বাফার' (৮৮৫ বর্গ কিমি) —এই দুটি অঞ্চলে বিভক্ত। 'কোর' অঞ্চলটি সুন্দরবন জাতীয় উদ্যানের (Sundarbans National Park) অংশ এবং এটি 'সম্পূর্ণ সুরক্ষিত' অঞ্চল; এখানে কোনো প্রকার বনজ কার্যকলাপ ও প্রবেশের অনুমতি নেই। 'বাফার' অঞ্চলে আংশিক কার্যকলাপ(ইকো-ট্যুরিজম, মধু সংগ্রহ, কাঁকড়া ধরা) ও প্রবেশের অনুমুতি রয়েছে। এই অঞ্চলের বন্যপ্রাণীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, মায়া ও চিত্রা হরিণ, বুনো শুয়োর এবং কুমির।শুধুমাত্র বন্য প্রাণী নয়, এখানে বসবাসকারী মানুষের জীবন নদী, বন এবং প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত।

সুন্দরবনের পর্যটনে মহিলাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ:

সুন্দরবনের মহিলারা ঐতিহ্যগতভাবে কৃষিকাজ, মৎস্য ও চিংড়ি চাষ (বিশেষত পোনা সংগ্রহ), বনজ সম্পদ সংগ্রহ (মধু, কাঁকড়া, কাঠ ইত্যাদি) এবং ক্ষুদ্র কুঠির শিল্পের মতো শ্রমসাধ্য, অনিশ্চিত, কম সঙ্গে যুক্ত এবং জীবিকা নিরবাহ করেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সীমিত, শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তন, ঘূর্ণিঝড় (যেমন আইলা ২০০৯, অম্ফান ২০২০, য়াস ২০২১),

লবণাক্ততা বৃদ্ধি, বন্যা ও ম্যানগ্রোভ ক্ষয়ের কারণে এসব জীবিকা তাদের কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। লবণাক্ত জলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করতে বাধ্য হন এবং ত্বকের রোগ, হাড়ের ব্যথা, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, যোনি সংক্রমণ, অনিয়মিত মাসিক, গর্ভপাতসহ প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন, যা স্বাস্থ্যসেবার অভাবে আরও তীব্র হয়; এই প্রতিকূলতাগুলি মহিলাদের জন্য বিকল্প, সুস্থায়ী ও ঝুঁকিমুক্ত জীবিকার প্রয়োজনীয়তাকে অত্যাবশ্যক করে তুলেছে (Giri, 2025)। যেখানে পর্যটন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষরা পেশাগত (বোট চালনা, গাইডিং, ফরেস্ট যোগাযোগ) দিক দিয়ে মুখ্য ভুমিকায় থাকতেন এবং মহিলারা রান্না, হোমস্টে পরিচালনা ও হস্তশিল্পের মতো অদৃশ্য সমর্থক ভূমিকায় সীমাবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু ইকো-ট্যুরিজমের প্রসারের ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে (২০২১-২০২৫) উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে, যেমন ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট প্রথমবার মহিলা ট্যুরিস্ট গাইড নিয়োগ করে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে (Mitra, 2021, September 18)। SHG-ভিত্তিক হোমস্টে (যেমন Bongheri Homestay মডেল), স্থানীয় খাবার পরিবেশন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, হস্তশিল্প (মাদুর, ঝুড়ি, কাঁথা) ও ম্যানগ্রোভ-ভিত্তিক পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে মহিলাদের আয় বেড়েছে(Giri, 2025)। Mangrove Army-র মতো উদ্যোগে ৫০০-এর অধিক মহিলা (অনেকে টাইগার উইডো) ম্যানগ্রোভ বীজ ও চারা রোপণ (হাজার হাজার) ও প্যাট্রোলিং করে পর্যটনের আকর্ষণ বাড়িয়ে চলেছে (Chakraborty, 2025, January 2)।

প্রতিকূলতা চিহ্নিতকরণ:

সুন্দরবনের সুস্থায়ী উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। তবে এই শিল্পে স্থানীয় মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আজও নানা প্রতিবন্ধকতায় আবদ্ধ। সামাজিক রক্ষণশীলতা, নিরাপত্তার অভাব এবং নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বের ঘাটতি নারীদের এই সম্ভাবনাময় পেশা থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। সুন্দরবনের পর্যটন ব্যবস্থায় লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠা এবং নারীদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের পথে প্রধান বাধা বা প্রতিকূলতাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

১. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা

সুন্দরবনের পর্যটন শিল্পে মহিলাদের অংশগ্রহণ পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর কারণে মারাত্মকভাবে সীমিত। মহিলারা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ খুব কম পান। গাইডিংয়ে মেয়েদের অংশগ্রহণের হার ১০ শতাংশেরও কম (Department of Tourism, Government of West Bengal)। নৌকাতে রান্নার কাজে যারা যুক্ত তারা তাদের স্বামীর সঙ্গে একসাথে কাজ করে, যা তাদের আর্থিক ও পেশাগত স্বাধীনতার পরিপন্থী। সমাজের একাংশ এখনও এইসব পেশায় (রান্না ও গাইড) যুক্ত মহিলাদের নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে, ফলে তারা সামাজিক মর্যাদাহানি ও মানসিক চাপে ভোগেন এবং কাজের প্রতি তাদের অনীহা প্রকাশ পায় ।

২. ভৌগোলিক ও অবকাঠামোগত সমস্যা

সুন্দরবনের বিচ্ছিন্ন দ্বীপভিত্তিক ভৌগোলিক গঠন এবং দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা মহিলাদের জন্য বড় বাধা। যাতায়াত প্রধানত জলপথনির্ভর হওয়ায় কর্মস্থলে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে এবং রাত্রীযাপনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা মহিলাদের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে ।

৩. লিঙ্গ বৈষম্য ও কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা

একই দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও মহিলা গাইডদের তুলনায় পুরুষদের বেশি কাজ দেওয়া হয়, যা স্পষ্ট লিঙ্গ বৈষম্যের উদাহরণ। ম্যানগ্রোভ বীজ ও চারা রোপণ ও প্যাট্রোলিং-এর মত কাজ গুলিতে আয় খুব কম হওয়ায় এখানে কেবল মেয়েদেরই নিযুক্ত করা হয়। এর ফলে মহিলাদের আয়ের সুযোগ কমে যায় এবং তারা পর্যটন শিল্পে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হন।

৪. নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি

পর্যটকদের একাংশের মদ্যপ আচরণ কর্মরত মহিলাদের জন্য একটি অনিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে । পর্যাপ্ত নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে এই পরিস্থিতি আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে, যা মহিলাদের এই জলপথ ভ্রমণের পেশায় যুক্ত হতে উৎসাহ কমায়।

৫. দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব

ইকো-ট্যুরিজম, আতিথেয়তা ব্যবস্থাপনা, হোমস্টে পরিচালনা, ভাষাগত দক্ষতা, পর্যটক ব্যবস্থাপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের অভাব এবং বাইরে থেকে আসা বড়ো বড়ো হোটেল ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ স্থানীয় মহিলাদের পিছিয়ে দেয় (Mukherjee, 2025)। ফলে তারা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিজেদের দক্ষভাবে উপস্থাপন করতে পারেন না। অন্যদিকে, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে নৌকা বা বোর্ড চালকের ভুমিকায় তাদের দেখা পাওয়া যায় না।

৬. প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণের ঘাটতি

পর্যটন কমিটি ও স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থাগুলিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। এর ফলে চাহিদা, অভিজ্ঞতা ও মতামত নীতিনির্ধারণে তাদের ভূমিকা প্রতিফলিত হয় না, যা তাদের আরও প্রান্তিক করে তোলে। সংস্কৃতি ভিত্তিক অনুস্থানের সাথে যুক্ত দল গুলিতে মেয়েদের সংখ্যা নেই বললেই চলে। সম্প্রদায় ভিত্তিক আদিবাসি নাচ মহিলা কেন্দ্রিক হলেও অধিকাংশ দল পুরুষদের দ্বারা পরিচালিত হয় ।

৭. আর্থিক সীমাবদ্ধতা

সহজ শর্তে ঋণ, ভর্তুকি এবং সরকারি সহায়তার অভাবে মহিলারা হোমস্টে, ছোট পর্যটন ব্যবসা বা কারুশিল্পভিত্তিক উদ্যোগ গড়ে তুলতে পারেন না। এই আর্থিক প্রতিবন্ধকতা তাদের স্বনির্ভর হওয়ার পথে অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়ায় ।

সম্ভাবনা মূল্যায়ন:

সুন্দরবনের টেকসই উন্নয়ন এবং নারীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ইকো-ট্যুরিজম কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে, তার একটি পরিকল্পনা নিচে তুলে ধরা হলো-

১. কমিউনিটি-ভিত্তিক ট্যুরিজমের সম্প্রসারণ

ভবিষ্যতে সুন্দরবনের ইকো-ট্যুরিজম আরও প্রসারিত হলে মহিলারা হোমস্টে পরিচালনা, গাইডিং, হস্তশিল্প উৎপাদন এবং ম্যানগ্রোভ-ভিত্তিক ট্যুর আয়োজনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হবে। বাংলাদেশ অংশে 'বাঘ বিধবা' (Tiger Widow) মহিলা উদ্যোক্তাদের মতো সম্প্রদায় ভিত্তিক অংশগ্রহণের (Rajoana & Saxena, 2022) উপর জোর দেওয়া যেতে পারে।

২. বিকল্প জীবিকা ও আর্থিক স্বনির্ভরতা

মহিলারা ভবিষ্যতে ম্যানগ্রোভ চারা উৎপাদন, কাঁকড়া চাষ, মৌমাছি পালন এবং স্থানীয় পণ্য বিপণনের মাধ্যমে নতুন আয়ের উৎস তৈরি করবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG)-ভিত্তিক মাইক্রোক্রেডিট ব্যবস্থার উন্নতির ফলে তারা সহজে ঋণ পাবে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে, যা তাদের পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নকে আরও শক্তিশালী করবে।

৩. পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুস্থায়ী উন্নয়ন

মহিলা-নেতৃত্বাধীন সংরক্ষণমূলক উদ্যোগ ভবিষ্যতে ইকো-ট্যুরিজমকে আরও পরিবেশবান্ধব ও সুস্থায়ী করে তুলবে। ম্যানগ্রোভ পুনরুদ্ধার, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তারা SDG ৫ ও ১৩ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং জলবায়ু-সহনশীল জীবিকার পথ সুগম করবে।

৪. দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

সরকার, এনজিও এবং বন বিভাগ যৌথ উদ্যোগে মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নে ইকো-ট্যুরিজম গাইডিং, হোমস্টে ম্যানেজমেন্ট, প্রাথমিক চিকিৎসা (ফার্স্ট এইড), ভাষাগত দক্ষতা প্রভৃতির ওপর প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি পর্যটনে তাদের অংশগ্রহণকে বাড়াতে পারে। বাংলাদেশের 'Women in Tourism Club'-এর মতো মডেল (Patel, 2022, November 3) পশ্চিমবঙ্গেও বাস্তবায়িত হলে মহিলাদের সংগঠিত অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের সামাজিক স্বীকৃতি আরও দৃঢ় হবে।

৫. সরকারি ও বেসরকারি সহায়তা

মহিলাদের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG)-কে সহজ শর্তে মাইক্রোক্রেডিট, ভর্তুকি এবং বাজার সংযোগ প্রদান করা যেতে পারে। একই সঙ্গে পর্যটন সংক্রান্ত কমিটি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থাগুলিতে মহিলাদের পদ সংরক্ষণ নিশ্চিত করলে তারা নীতিনির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে।

৬. নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ

মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেন্ডার-সংবেদনশীল পর্যটন নীতি, উন্নত নজরদারি ব্যবস্থা এবং কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া গড়ে তোলা প্রয়োজন। দূরবর্তী পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত নজরদারি, অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা এবং জরুরি সহায়তা পরিষেবার মত বিষয়গুলোর উপর জোর দিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেতে পারে। পাশাপাশি জলবায়ু-সহনশীল প্রকল্পগুলিতে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের স্বনির্ভর করা যেতে পারে।

৭. প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন

অ্যাপ-ভিত্তিক বুকিং, অনলাইন প্রচার, ভার্চুয়াল ট্যুর এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে মহিলারা সরাসরি বাজারের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং মধ্যস্বত্বভোগীর উপর নির্ভরতা কমবে। এতে তাদের আয় ও সুযোগ উভয়ই বৃদ্ধি পাবে।

৮. পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

মহিলাদের অংশগ্রহণ ও অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য প্রতি বছর একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। এই মনিটরিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যকারিতা যাচাই করা হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নীতিগত পরিবর্তন আনা হবে, যাতে মহিলাদের অংশগ্রহণ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং সুস্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়।

উপসংহার:

সুন্দরবনের পর্যটন শুধু অর্থনৈতিক নয়, পরিবেশগত ও সামাজিক দায়িত্ব বহন করে। মহিলাদের পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণ এই পর্যটনকে আরও সুস্থায়ী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলতে পারে এবং একই সাথে তাদেরকে সুস্থায়ী জীবিকা দানের পাশাপাশি ক্ষমতায়ীত করতে পারে। উপরোক্ত বিশ্লেষণ, প্রতিকূলতা ও সম্ভাবনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, লক্ষ্যভিত্তিক নীতি বাস্তবায়ন করলে সুন্দরবনের মহিলারা শুধু 'সংরক্ষক' নয়, 'পর্যটনের চালিকাশক্তি'র অংশ হয়ে উঠতে পারে। এতে সুন্দরবনের সংরক্ষণ ও স্থানীয় সমৃদ্ধি একই সাথে সম্ভব হতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১. About Sunderban National Park. https://sunderbannationalpark.com/about-sunderban-national-park/

২. Aghdasi, S., Omidi Najafabadi, M., & Farajollah Hosseini, S. J. (2023). Rural women and ecotourism: Modeling entrepreneurial behavior in Iran. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 12(1), Article 86. https://doi.org/10.1186/s13731-023-00348-2

৩. Bookbinder, M. P., Dinerstein, E., Rijal, A., Cauley, H., & Rajouria, A. (1998). Ecotourism's support of biodiversity conservation. Conservation Biology, 12(6), 1399–1404. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.1998.97229.x

৪. Chakraborty, S. (2025, January 2). Drive to seed, shield mangroves: Women's initiative to plant, protect 50,000 saplings in Sunderbans. The Telegraph. https://www.telegraphindia.com/west-bengal/drive-to-seed-shield-mangroves-womens-initiative-to-plant-protect-50000-saplings-in-sunderbans/cid/2074873

৫. Das, L. K. (2024). Marginalisation of women and the predicaments of community-led ecotourism projects in the Chilika Lagoon, India. Development in Practice, 34(6), 695–707

৬. Das, S. (2011). Ecotourism, sustainable development and the Indian state. Economic and Political Weekly, 46(37), 60–67

৭. Department of Sundarban Affairs, Government of West Bengal. (2020, October 2). About us. https://www.sundarbanaffairswb.in/home/page/about_us

৮. Department of Tourism, Government of West Bengal. Districtwise registered tourist guides. Retrieved March 25, 2026

৯. Dey, T., Ahmed, S., Bachar, B. K., & Kamruzzaman, M. (2020). Prospects of community based eco-tourism in Sundarbans: A case study at Munshiganj, Satkhira, Bangladesh. International Journal of Forestry, Ecology and Environment, 2(1), 60–68

১০. Gantait, A., Mathew, R., Chatterjee, P., & Singh, K. (2024). Community-based tourism as a sustainable direction for the tourism industry: Evidence from the Indian Sundarbans. In M. Valeri & Shekhar (Eds.), Interlinking SDGs and the bottom-of-the-pyramid through tourism (pp. 197–217). IGI Global

১১. Giri, P. (2025). Life and livelihood of women in the Sundarbans: A survey. International Journal of Research and Scientific Innovation, 12(10), 4208–4213. https://doi.org/10.51244/IJRSI.2025.1210000361

১২. Jalani, J. O. (2012). Local people's perception on the impacts and importance of ecotourism in Sabang, Palawan, Philippines. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 57, 247–254. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1183

১৩. Lim, C., & McAleer, M. (2005). Ecologically sustainable tourism management. Routledge.

১৪. Majumder, S. (2024). Livelihood & socio-economic study on Sundarban area: A brief research review. IOSR Journal of Economics and Finance, 15(6 Ser. 2), 23–29. https://doi.org/10.9790/5933-1506022329

১৫. Mitra, D. (2021, September 18). Women tourist guides debut in Sunderbans Tiger Reserve. The Telegraph.

১৬. Mondal, M. (2023). An assessment of the prospects and constraints of the rising tourist spots in South 24 Parganas district, West Bengal. International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR), 10(2), 267–272.

১৭. Mukherjee, S. (2025). Examining the possibilities of promoting tourism in Sunderbans in India. International Journal of Innovative Research in Technology, 12(1), 400–408

১৮. Patel, S. (2022, November 3). Community capacity building for women in and around Bangladesh's Sundarbans Reserve Forest. Solimar International. https://www.solimarinternational.com/community-capacity-building-for-women-in-and-around-bangladeshs-sundarbans-reserve-forest/

১৯. Rajoana, J., & Saxena, G. (2022). Role of Sundarbans bagh bidhwa entrepreneurs in tourism. Annals of Tourism Research, 97, 103486. https://doi.org/10.1016/j.annals.2022.103486
২০. Sarker, S., Huibin, X. (2018). Resident's awareness towards sustainable tourism for ecotourism destination in Sundarban Forest, Bangladesh. Pacific International Journal, 1(1), 68–87. https://doi.org/10.55014/pij.v1i1.38
২১. Silva Dos Santos, C., Lugosi, P., & Hawkins, R. (2025). Trust, traditions and indigenous women's leadership in sustainable tourism management. Journal of Sustainable Tourism, 33(1), 46–62.
২২. Sundarban Tiger Reserve. https://www.sundarbantigerreserve.org/?tab=Indian-sundarban
২৩. Syam, M., Aprillia, T., & Maulana, I. (2019). Ecotourism: An alternative of socio-ecological crisis? IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 241(1)
২৪. Tao, H., Zhang, M., & Wang, J. (2025). "She" power: Role transition and self-empowerment of women in rural tourism. Journal of Sustainable Tourism, 33(9), https://doi.org/10.1080/09669582.2024.2418358
২৫. Torres-Delgado, A., Segovia-Perez, M., Nájera-Sánchez, J.-J., & Font, X. (2025). Gender perspectives in the use of tourism sustainability indicators for decision-making. Journal of Sustainable Tourism. https://doi.org/10.1080/09669582.2025.2537759
২৬. Torres-Delgado, A., Segovia-Perez, M., Nájera-Sánchez, J.-J., & Font, X. (2025). Gender perspectives in the use of tourism sustainability indicators for decision-making. Journal of Sustainable Tourism. https://doi.org/10.1080/09669582.2025.2537759